বাংলা নাটকের বটবৃক্ষ এখন সিডনীতে

কর্ণফুলীর লোকাল মেইল

আধুনিক বাংলা মঞ্চনাটকের প্রবাদ পুরুষ ও সাড়ে তিন দশকের নাট্য বিপ্লবীনেতা মামুনুর রশীদ এখন তার কয়েকজন সাথী ও কর্মী নিয়ে অষ্ট্রেলিয়াতে অবস্থান করছেন। গত ২২ মে ২০০৬ এ তিনি 'অজবেন' নামে অষ্ট্রেলিয়া ভিত্তিক নবপ্রতিষ্ঠিত একটি সংস্কৃতিক সংগঠনের (এ্যান্টারটেইনার) আমন্ত্রনে যৌথ উদ্যেগে একটি টিভি সিরিয়ালের শ্যুটিং করার জন্যে অষ্ট্রেলিয়াতে এসেছেন। জনাব মামুনের অষ্ট্রেলিয়াতে পেশাভিত্তিক এটি দ্বিতিয় সফর, তার আগে আরো একবার তিনি মেলবোর্নে একটি নাটকের শুটিং করতে এসেছিলেন বলে জানা যায়। অজবেন এর কর্নধার জনাব গোলাম মোস্তফা কর্ণফুলীকে জানালেন যে ৫২ পর্বের একটি বাংলা টিভি সিরিয়ালের প্রায় ৩০টি পর্বের শুটিং এর জন্যে মামুন এবং তাঁর দল মেলবোর্ন, ক্যানবেরা ও সিডনী সহ অষ্ট্রেলিয়ার বিভিন্ন লোকেশনে ঘুরে বেড়াবেন। জনাব মামুনের সাথে উল্লেখযোগ্য শিল্পী হিসেবে বাংলাদেশ থেকে মাহফুজ আহমেদ, তুষার খান, চঞ্চল চৌধুরী, রূবলী চৌধুরী ও তমালিকা কর্মকার সহ মোট ৬ জন এসেছেন। উক্ত দলের সাথে সৈনিক নামে একজন তুখোড় ক্যামেরাম্যানও আছেন। এই ম্যাগা সিরিয়ালটি ক্যামেরাবন্দি করতে আনুমানিক ৬ হপ্তারো কিছু বেশী সময় লাগবে বলে অজবেন কর্তৃপক্ষ জানান। তাদের এই দীর্ঘ অবস্থানকালীন সময়ে তারা সিডনী সহ অষ্ট্রেলিয়ার কয়েকটি শহরে একই সাথে মামুনুর রশীদের পরিচালনায় ও রচনায় ল্যাটিন এ্যামেরিকার বিপ্লবী বীর চেগুয়াভারার জীবনালেখ্যে রচিত 'চে'র সাইকেল' এবং 'মানুষ' নামের দুটি মঞ্চনাটক তারা পরিবেশন করে বেড়াবেন। সিডনীতে আগামী ৪ঠা জুন ও ১৭ জুন এই দুটি নাটক পরপর একই সাথে একই রাতে মঞ্চস্থ হবে বলে অজবেন কর্মকর্তারা জানালেন। অর্থাৎ দর্শকরা এক টিকেটে দু'টি নাটক দেখার সুযোগ পাবেন। আরো বিস্তারিত তথ্য জানার জন্যে অজবেন কর্ণধারকে ফোন (০৪০১০০৬১৩২) করে জানা যাবে।

আলোচনা বৈঠকে বাঁ থেকে শ্রীমতি মৌসুমী মার্টিন, অজবেন কর্ণধার গোলাম মোস্তফা এবং নাট্যদেব মামুনুর রশীদ

জনাব গোলাম মোস্তফার নবগঠিত এই ব্যাবসায়ীক প্রতিষ্ঠানের সাথে অষ্ট্রেলিয়াতে একনিষ্ঠভাবে জড়িত আছেন বিশিষ্ঠ নাট্যশিল্পী, নির্দেশক এবং অত্যন্ত নিরীহ ও ভদ্র ব্যক্তিত্ব শ্রী জন মার্টিন এবং শ্রীমতি মৌসুমী মার্টিন। জনাব গোলাম মোস্তফা বাংলাদেশ এসোসিয়েশনের শীর্ষ কর্মকর্তা থাকাবস্থায় নিজস্ব উদ্যেগে এভাবে আরো দুজন ঘনিষ্ঠ নিরীহ ও ভদ্র সহকর্মির সাথে যোগসাজশ করে ১৯৯৬ সনে জাতীয় যাদুকর জুয়েল আইচের সাথে

'এক্সট্রা লাগেজ' হিসেবে যাদু-দলে বাড়তি কিছু লোক এনে ব্যক্তিগতভাবে বড়ধরনের অর্থনৈতিক ফায়দা লুটেছিলেন বলে তখন যে অপবাদ সিডনীতে রটেছিল এবারো 'হ্যারিকেন ল্যারী'র মতো জোরেসোরে সেরকম একটি গুজব কমিউনিটিতে চলছে। তখনো একই কায়দায় 'মোস্তফা পরিষদ' দ্বিতিয় 'খ্যাপ' এর আমন্ত্রিত শিল্পীরা(!) বাংলাদেশ থেকে নিশ্চিতভাবে অষ্ট্রেলিয়াতে অবতরন না করা পর্যন্ত জুয়েল ও বিপাশা আইচ সহ অন্যান্য সহকারীদেরকে কেনজিংটনের একটি বাসায় অনুষ্ঠানের নামে রহস্যজনকভাবে প্রায় ছয় হপ্তা বসিয়ে রেখেছিলেন। অত্যন্ত বড়মাপের একটি প্রজেক্ট(!) ছিল বলে জুয়েলকে দেশের সকল এ্যাপয়েন্টমেন্ট বানচাল করে ঠাঁই সিডনীতে পড়ে থাকতে হয়েছিল বলে ঐ অপবাদটি তখন রটেছিল। 'এক্সট্রা লাগেজ' ঝামেলায় জুয়েল আইচের নাম তখন ইমিগ্রেশনের অনুসন্ধানে বেরিয়ে আসে এবং যার ফলশ্রুতিতে জুয়েল আইচ পরবর্তি পাঁচ বছরের ভিতর অষ্ট্রেলিয়াতে পুনরায় প্রবেশকরার সম্পূর্ণ যোগ্যতা হারান বলে একটি শক্তিশালী গুজব তখন সিডনীতে রটেছিল। তথাকথিত সেই 'জাতিয় শিল্পী'দের কলঙ্কের দাগ এখনো অমোচনীয় বলে 'চিনি কে নুন' মনে করে সিডনীস্থ অষ্ট্রেলিয়ান ইমিগ্রেশন গত বছর (২০০৫) জাতিয় শিল্পী সাবিনা ইয়াসমিন, এন্ড্রু কিশোর ও হানিফ সংকেতের মতো ব্যাক্তিত্বদের ভিসার আবেদনপত্র মারাত্মক তিরষ্কারের সাথে এক ফুৎকারে বাতিল করে দিয়েছিল বলে জানা যায়।

১৯৯৬ সনের যাদু অনুষ্ঠানের সার্বিক স্পন্সর অন্য ব্যাক্তি থাকাতে জনাব গোলাম মোস্তফার গায়ে তখন সরাসরি কোন কালিমা লাগেনি, তাই তিনি কাউকে স্পন্সর করার যোগ্যতা কখনো হারাননি। অর্থাৎ অন্যের 'কাঁধে বন্দুক ফিট করে' অত্যন্ত সুচারুভাবে কাজটি ঘটিয়ে তিনি নিজে 'মিঃ ক্লিন' হিসেবে 'খাড়া' রয়ে গেলেন বলে কমিউনিটিতে তখন মিথ্যা অপবাদটি সত্যভাবে রটেছিল। 'রঙীন রূপবান' ও 'সিরাজ উদ দৌলা' নাটকে এবং বিখ্যাত আবদুর রহমান বয়াতি'র গানের পালায় বাড়তি মঞ্চকর্মীর প্রয়োজনিয়তা দেখিয়ে ২০০১ ও ২০০৩ সনে পরপর তিনবার 'আমের ঝাঁকি'র মত দলবেঁধে সিডনীতে ত্রিশ জনেরও অধিক 'প্রসপেকটিভ রিফুজি' (ভবিষ্যৎ শরনার্থি) বাংলাদেশ থেকে বয়ে আনা হয়েছিল। 'বাড়তি মঞ্চ কর্মী প্রয়োজন' এ ধরনের 'আর্কিমিডিসের থিওরী' অথবা 'আদম-সুত্র'টি অষ্ট্রেলিয়ার বাংলাদেশী কমিউনিটিতে মূলত ১৯৯৬ সনে প্রথম প্রবর্তিত হয়েছিল বলে অনেকে মনে করেন। জনাব মোস্তফা এই সুত্রের মূল প্রবর্তক বলে অনেকে তাঁকে মিথ্যা অপবাদ দেন। ১৯৯৬ সনে যাদু অনুষ্ঠানের মঞ্চে বাড়তি লোকের প্রয়োজনিয়তা দেখিয়ে জুয়েল আইচের সাথে তখন কিছু 'আশরাফুল মাখলুকাত'কে উদ্দেশ্যমূলকভাবে ভিসা দরখাস্তের তালিকায় ঢুকিয়ে দেয়া হয়েছিল। জুয়েল আইচ তার যাদুমাখা মুখের হাসি নিয়ে যথাসময়ে 'নয় ছিদ্রওয়ালা মুরালী বাঁশি' হাতে সিডনীতে অবতরন করলেও সকল অনুসন্ধিৎসুদের চোখে ধুলা দিয়ে আয়োজক কমিটি দলের অন্যাংশটিকে সিডনীর বাইরে অন্য আরেকটি বিমানবন্দরে অতি সন্তর্পনে অবতরন করিয়েছিলেন বলে তখন অপপ্রচারটি রটেছিল। জুয়েল আইচের অনুষ্ঠানের প্রচারনা তখনো অত্যন্ত 'সতর্কভাবে' করা হয়েছিল যা একইভাবে সিরাজ উদ দৌলা, রঙিন রূপবান এবং আবদুর রহমান বয়াতীর আয়োজকরা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে অনুসরন করেছিলেন। প্রচার বিষয়ে দুর্মুখেরা এই 'লো প্রোফাইল' পদ্ধতিকে 'মোস্তাফী প্রোফাইল' (আওয়াজ কম, কাজ বেশী) হিসেবে বাজারে রটানোর চেষ্টা করছেন এখন।

এবারো নাটক ও প্রবাসে শুটিং এর নামে তাই হচ্ছে কিনা, দ্বিতীয় 'খ্যাপ' আসছে কিনা, প্রচারের আওয়াজ এত নীচু কেন, এই ম্যাগা-সিরিয়াল তৈরীর এত বড় খরচ কোত্থেকে

আসছে বা পুরো দলকে সিডনী'র বাইরে কেন অবতরন করানো হয়েছে অথবা এ কিস্তিতে 'ক্লিন' থেকে পরের কিস্তিতে 'মুলা তোলা'র মতো বড় কিছু ঘটিয়ে দেয়ার পরিকল্পনা আছে কিনা অথবা ২০০৩ এ সিডনীতে বাংলাদেশী বাণিজ্যমেলার নামে মন্ত্রী-মহোদয়দের মত নির্লজ্জ 'আদম-মেলা' করে পুনরায় প্রবাসে দেশের ইজ্জত ধুলিস্যাৎ করা হবে কিনা, ইত্যাদি কিছু অপ্রিয় বিষয়ে অজবেনের কর্মকর্তা জনাব মোস্তফাকে কর্ণফুলী'র পক্ষ থেকে মোবাইলে পরপর দু'বার ও মুখোমুখি একবার একান্তে অনেকগুলো তিক্ত প্রশ্ন করা হয়েছিল। জনাব মোস্তফা অত্যন্ত সতর্কতার সাথে প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর দিয়েছিলেন এবং বলেছিলেন 'যদি আমার গায়ে কোন কালিমা থাকতো তবে নিশ্চয় আমার অজবেন সংগঠনের স্পন্সরে আমি এবার অষ্ট্রেলিয়াতে শিল্পী আনতে পারতাম না। আর তাছাড়া অজবেন সম্পুর্ন একটি ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান, এটি কোন চ্যারিটি বা কমিউনিটি-ওয়ার্ক সংগঠন নয়। আমি কমিউনিটি 'খেদমতের' জন্যে গাঁটের পয়সা খরচা করে এই শিল্পীদেরকে আনিনি। আমি অন্যান্য ভারতীয় সংস্কৃতিক ব্যাবসায়ী প্রতিষ্ঠানের মত নিষ্ঠার সাথে র্নিঝঞ্জাটে ও নিরলসভাবে কাজ করে যেতে চাই। আমার প্রতিষ্ঠান থেকে ইমিগ্রেশন সংক্রান্ত কোন অপবাদ আমি অষ্ট্রেলিয়াতে হতে দেব না, আর তাই আমাদের সিরিয়ালের জন্যে আমরা স্থানীয়ভাবে প্রচুর শিল্পী ও কুশলী নিয়োগ করছি। আর তাছাড়া আমি যাদের এখানে নাটক করতে আনছি তারা সকলে প্রথিতযশা নামিদামি বাংলাদেশী শিল্পী। তাদের সাথে 'এ্যক্সট্রা লাগেজ' আসা'র প্রশ্নই ওঠেনা। আর খরচের কথা বলছেন, তা আমরা আমাদের সিরিয়ালের স্পন্সরদের কাছ থেকে বাংলাদেশে অগ্রীম পেয়ে গেছি। আমি আশা করি র্দুমুখেরা আমার সংগঠনের সততা দেখে ধীরে ধীরে চুপসে যাবে।" জনাব মোস্তফা তার ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের সাফল্যতা নিয়ে তার স্বতস্ফুর্ত আশাবাদ ব্যাক্ত করেছিলেন এবং তার উত্তরের দৃঢ়তায় সহজে অনুমেয় যে তিনি বাংলাদেশ কমিউনিটির ঐসকল দুর্মুখদের কথায় মোটেই ভ্রুক্ষেপ করেননা।

জনাব মামুনুর রশীদের নেতৃত্বে আগত সাতজনের এ গ্রুপটি অষ্ট্রেলিয়াতে অবতরন করার প্রথম হপ্তায় মেলবোর্নের শুটিং চ্যাপটার সেরে এসেছেন বলে জানালেন। আগমনের প্রথম হপ্তায় শুটিং এর ফাঁকে ঐ দুটি নাটক তারা মেলবোর্নের বাংলাদেশীদের জন্যে মঞ্চস্থ করেছেন। প্রচারের স্বল্পতার জন্যে নাট্যানুষ্ঠানে তেমন দর্শক সমাগম হয়নি বলে মেলবোর্নের একজন দর্শক আমাদের জানিয়েছেন। প্রস্তুতকৃত ম্যাগাসিরিয়ালের জন্যে অজবেন স্থানীয়ভাবে বেশকিছু সংখ্যক নাট্য-আমুদে ও অভিনয়ে আগ্রহী কলাকুশলীদের নিয়োগ করেছেন। অভিনয় ও আনুষাঙ্গিক সহযোগীতার জন্যে জনাব মোস্তফার আহ্বানে বাংলাদেশীদের একাংশ এখানে বেশ সাড়া দিয়েছেন।

গত ১লা জুন বৃহস্পতিবার প্যারামাট্টা (বৃহত্তর সিডনী শহরের পশ্চিমপ্রান্তে গড়ে উঠা আরেকটি উপশহর) মাইগ্রেশন রিসোর্স সেন্টারে বাংলাদেশ থেকে আগত শিল্পীদের সাথে কুশল বিনিময়ের জন্যে অজবেন কর্তৃপক্ষ মাত্র দু'ঘন্টার নোটিশে আচানক স্থানীয় বাংলাদেশী ও কিছু গনমাধ্যমকে আমন্ত্রণ করে বসেন। কমিউনিটির নয় বরং বাণিজ্যিক কাজে মাইগ্রেশন রিসোর্স সেন্টার ব্যবহার নিয়ে দু' একজন অভ্যাগত অতিথি সেরাতে অনর্থক কিছু গুঞ্জন ও সুর তুলেছিলেন। মূলত মাইগ্রেশন রিসোর্স সেন্টারের কাজ কি এবং কি কি কারনে এ সংস্থার হল ব্যবহার করা যায় এ সকল খুটিনাটি বিষয় নিয়ে অভ্যাগত কয়েকজন উক্ত সংস্থার সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে অদুরভবিষ্যতে আলোচনার কথাও বিবেচনা করছেন বলে শুনা গেছে। এত কিছু চিন্তা না করেও সেদিন স্বল্প সময়ের আয়োজনে উক্ত বৈঠকে প্রায় অর্ধশতাধিক

নাটকপ্রিয় বাংলাদেশী উর্ধশ্বাসে ছুটে আসেন তাদের প্রিয় শিল্পীদের সাথে শুভেচ্ছা বিনিময়ের জন্যে। বিশেষ করে বাংলা নাটকের সত্যজীৎ রায় নামে খ্যাত জনাব মামুনুর রশীদকে এক পলক দেখার জন্যে সেরাতে সকলে ছুটে গিয়েছিল।

কুশলবিনিময় শেষে আগত অতিথি ও গনমাধ্যম ব্যক্তিত্বদের সাথে খোলামেলা 'প্রশ্ন-উত্তর' এর পালা শুরু হয়। সকল জিজ্ঞাসা ছিল প্রবীণ শিল্পী মামুনুর রশীদকে ঘিরে। জনাব মামুন সহাস্যে বিভিন্নজনের প্রশ্নের উত্তর দেন। স্বাধীনতাত্তোর বিভিন্ন প্রশাসনিক সময়ে বাংলাদেশে নাট্য-সাংস্কৃতির প্রচার ও প্রসার নিয়ে তিনি বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য রাখেন। নির্মানকৃত টিভি সিরিয়াল এবং এটির ব্যবসা সফলতার সম্ভাবনা নিয়েও বিভিন্ন প্রশ্ন করা হয় অভ্যাগতদের পক্ষ থেকে। জনাব মামুনের প্রতিটি বক্তব্য সকল শ্রোতা অপলকনেত্রে শুনেছিলেন।

নিন্দুকেরা যত অপবাদ ও গুজব রটাননা কেন, মামুনুর রশীদ ও জুয়েল আইচ এর পরিচিতি ও দর্শক গ্রহন যোগ্যতার মধ্যে বিস্তর ফরাক। গগনচুম্বি ব্যক্তিত্বের অধিকারী জনাব মামুন, যিনি সারাজীবন তার নাটকের ভাষায় শ্রেণী সংগ্রাম ও সত্যের পথে আন্দোলন করে গেছেন তিনি কোনদিন 'এ্যাক্সট্রা লাগেজ' বহনকারী হবেননা এ ধ্রুবসত্যটি সকলেরই জানা। বাংলাদেশ নাট্যজগতের মহিরূহ মামুন তার দীর্ঘ এ পেশাভিত্তিক জীবনে দলবল নিয়ে পৃথিবীর বহুদেশে বহুবার গেছেন কিন্তু বাংলাদেশের তথাকথিত আরো কিছু জাতীয় শিল্পীর মতো 'আশরাফুল মখলুকাত' নিয়ে তিনি কোনদিন ব্যবসা করেছেন এমন কোন প্রমান নেই অথবা এ অপবাদ দেয়ার ধৃষ্ঠতা কারো নেই। অর্থের চেয়ে মামুনুর রশীদ এর সারাজীবনের সঞ্চিত বিশ্বাস, শ্রদ্ধা ও ব্যক্তিত্ব অ - নে - ক বড়। জনাব মামুন তাঁর সাথী ও কর্মীদল নিয়ে বরাবরের মত পেশাভিত্তিক কাজ শেষে সকলকে নিয়ে ঠিক সময়ে দেশে ফিরে যাবেন এটাই সকল বাংলাদেশীরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন। দুর্জনের দুষ্টু কথায় সহজে বিভ্রান্ত না হওয়ার জন্যে অজবেন কর্নধার জনাব মোস্তফা সকলের কাছে আবেদন করেছেন।

কুশলাদি বিনিময় সভার ছবি দেখতে এখানে টোকা মারুন